গনদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ২৮ নভেম্বর ২০০৩ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

আসামের হত্যাকান্ড
সরকারকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে

— কেন্দ্রীয় কমিটি

গত ১২ নভেম্বর জামালপুর স্টেশনে নিরীহ ট্রেনযাত্রীদের উপর জঘন্য আক্রমণকে অজুহাত করে আসামে উগ্র প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে গোষ্ঠী দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে ও সে-রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বহু নিরীহ বিহারী ও হিন্দিভাষী মানুষ আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছে। একে কঠোরভাবে নিন্দা করে এক প্রেস বিবৃতিতে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, এই সংঘর্ষ শুরুতেই বন্ধ না করতে পারার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তীব্র নিন্দা করেন ও এ ধরনের আক্রমণ ও হত্যা কঠোর হস্তে দমন করার, তথা আসামের বিভিন্ন ভাষাভাষী সকল মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার দাবি জানান।

সেই সঙ্গে আসামের সমস্ত অংশের মানুষের প্রতি, নিজেদের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে ও উগ্র প্রাদেশিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যাতে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আবেদন করেন।

বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে
৮৬তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে জনসভা

"আমি ভাবতে পারিনি নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর তোমাদের সভা এত বিরাট হবে। আমরা মনে করেছিলাম, বড়জোর শ'দুই মানুষ হবে। কিন্তু মহাজাতি সদনের সামনে গাড়ি থেকে যখন নামলাম দেখি জনতার জোয়ার। হলের ভিতরেও ঠাসা মানুষ। অথচ কী অদ্ভুত নীরবতা ! কী শৃঙ্খলাপরায়ণতা।" এভাবেই নিজের ভাবনার কথা বলছিলেন আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি থেকে আগত প্রতিনিধি কমরেড হিদার কোটিন জারভেসি। গভীর আবেগে আরও বললেন, "তোমাদের পার্টির স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের যখন হলের ভিতর নিয়ে গেল, কমসোমলের কিশোর সদস্যরা দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাল, আমরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, মঞ্চের পর্দা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, উড্ডীন লাল পতাকার নিচে মহান নেতাদের ছবি শোভা পাচ্ছে — সব মিলিয়ে আমার মনে কী গভীর আবেগ যে তৈরি হল, আমি ঠিক ঠিক তা প্রকাশ করতে হয়তো পারবো না। মনে হল, আমি যেন উত্তর কোরিয়ায় এসেছি, যেন সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনর্জন্ম হচ্ছে।" ১৭ নভেম্বর

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড নীহার মুখার্জীর ভাষণ তিনের পাতায়

ব্রিটেনে জর্জ বুশ-এর সফরের প্রতিবাদে ২০ নভেম্বর লন্ডনের বিশাল বিক্ষোভে জর্জ বুশ-এর কুশপুতুল এভাবেই টেনে নামানো হয়, ইরাকে সাদ্দাম হুসেনের মূর্তি যেভাবে মার্কিন সৈন্যরা টেনে নামিয়েছিল।

আসামে হিন্দিভাষী মানুষের ওপর উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের অমানবিক আক্রমণ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড
সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আসাম রাজ্য কমিটির মূল্যায়ন

আবার হিংসার আগুনে জ্বলছে আসাম। গত কয়েকদিন ধরে হত্যা, হিংসা, সন্ত্রাসের এক বিভীষিকাময় পরিবেশ গ্রাস করেছে সমগ্র রাজ্যকে। বিদেশি বিতাড়ন, বাঙালি খেদার পর এবার হত্যা সন্ত্রাসের শিকার আসামে বসবাসকারী নিরীহ হিন্দিভাষী মানুষ। ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন ৫০ জন, আহত কয়েক'শ। ঘরবাড়ি জ্বলেছে হাজারেরও অধিক। লুটপাঠ হয়েছে বহু দোকান, প্রতিষ্ঠান। পুড়ে ছাই হয়েছে হিন্দিমাধ্যম স্কুল। পৈশাচিক আক্রমণের কবল থেকে রেহাই পায়নি অবোধ শিশু, মহিলারাও। প্রাণে বাঁচতে ইতিমধ্যে আসাম ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আসামের সমাজজীবনের সাথে একাত্ম হয়েই ছিলেন। সব মিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কে দিন গুণছেন অতীতের একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকাময় স্মৃতি বহনকারী রাজ্যের শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষ। কিন্তু কেন এবং কীভাবে সৃষ্টি হল এই হত্যা, হিংসার অবর্ণনীয় পরিবেশ?

ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ৯ নভেম্বর। এদিন গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে রেলওয়ে নিয়োগ পরিষদ কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত গ্রুপ 'ডি' এবং অন্যান্য পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা দিতে আসে কয়েক হাজার অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থী। তার বেশির ভাগই ছিল বিহারের বেকার যুবক। কিন্তু চাকুরি পাওয়ার আশা নিয়ে পরীক্ষা দিতে এলেও তারা পরীক্ষায় বসতে পারেনি। সারা আসাম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র নেতৃত্বে তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসতে বাধা দেয়। এমনকি বহু পরীক্ষার্থীর এ্যাডমিট কার্ড সহ জরুরি নথিপত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। শারীরিক অত্যাচারও করা হয় অনেককে। আসু দাবি তুলেছে ১০০ শতাংশ চাকুরির পদ আসামের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। এই দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এই দাবিতে আন্দোলনের নামে অন্য রাজ্য থেকে আসা বেকার যুবকদের আক্রমণ করাটা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এই ধরনের কাজ আসামের ভাবমূর্তিকে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে গত ১২ নভেম্বর থেকে দু-তিন দিন ধরে আসাম থেকে যাওয়া ও আসামমুখী ট্রেনযাত্রীদের উপর বিহারের কিছু দুষ্কৃতিকারীরা সেখানকার প্রশাসনের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। বিহারের জামালপুর স্টেশনে আপ মহানন্দা এক্সপ্রেস ঘিরে ধরে হাজারখানেক সশস্ত্র লোক প্রায় এক ঘন্টা ধরে মহিলাদের শ্লীলতাহানি, যাত্রীদের মারধোর করে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। ৪০০-রও বেশি যাত্রী আহত হন, ২৫-৩০ জনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। পুলিশের সামনেই হামলাকারীরা তান্ডব চালায়। আপ ব্রহ্মপুত্র মেলেও ঐদিন হামলা চালানো হয়। ১১ নভেম্বর কাটিহার স্টেশনেও আসামগামী ট্রেনে হামলা চালানো হয়। বহু মানুষ আহত হন। এই ধরনের বর্বর আচরণ ঘৃণ্য ও খুবই নিন্দনীয়। এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতকারীদের শনাক্ত করে এবং প্রশাসনের যে কর্তা ব্যক্তিরা এই ধরনের নিন্দনীয় কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করেছেন তাদের শনাক্ত করে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবিতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। কিন্তু সে পথে না গিয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের উপর প্রতিহিংসামূলক কাজ চালানো কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারেনা। আজ এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলোর সাথে যুক্ত কিছু দুষ্কৃতকারী বিহারে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল। বিহারের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ একে সমর্থনও করেনি, এর সাথে যুক্তও ছিলনা। বরং এটাও লক্ষণীয় যে ট্রেনে অত্যাচার চালানোর সময় বহু হিন্দিভাষী মানুষ যাত্রীদের রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পত্র পত্রিকায় আক্রান্ত মানুষের এই সম্পর্কে জবানবন্দীও বেরিয়েছে। তাই দুষ্কৃতকারীদের লক্ষ্য না করে হিন্দিভাষী মানুষকে আক্রমণের লক্ষ্য করে নেওয়া কোনো সুস্থ মানুষই সমর্থন করতে পারেনা। কিন্তু আসামে প্রকৃতপক্ষে

দুয়ের পাতায় দেখুন

আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের পরিকল্পিত তান্ডব

একের পাতার পর

তাই ঘটল। প্রতিহিংসার বলি হলেন অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করা হিন্দিভাষী সাধারণ মানুষ। সমস্ত ঘটনা থেকে পরিষ্কার যে, হিন্দিভাষী মানুষের উপর হামলা ও হত্যার ঘটনা আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়েনি, আসু সহ সকল উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনায় একাজ করাচ্ছে। পরীক্ষা, চাকরি বা ট্রেনে হামলা — ইত্যাদি হচ্ছে এদের কাছে নিতান্তই অজুহাত। এদের আসল লক্ষ্য হিন্দিভাষীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের আসাম ছাড়তে বাধ্য করা এবং গোটা রাজ্যে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করা। এবং এটা তারা করছে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের পূর্ণ মদতেই। বস্তুত, কংগ্রেস সরকার বরাবরের মতোই এবারও উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের তোষণ করছে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হল, আলফা নামের যে সংগঠনটি একদিন স্বাধীন আসামের দাবি তুলে আসু'র থেকেই জন্ম নিয়েছিল; এবং বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, লেনিন-মাও ইত্যাদি নাম নিয়ে নিজেদের গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছিল, পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, সেই আলফাও আসু'র মতো উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আওয়াজ তুলছে। তিন বছর আগে আসামের নলবাড়ি জেলায় নিরপরাধ হিন্দিভাষী সাধারণ মানুষের হত্যাকাণ্ডে আলফা জড়িত ছিল। এবারেও দেখা গেল, জামালপুরের ঘটনা যাতে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের রূপ নিয়ে হিন্দিভাষী মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করার বদলে আলফা ডাক দিল — 'হিন্দিভাষী মানুষকে আসাম ত্যাগ করতে হবে'। এরপর নানা স্থান থেকেই হত্যাকাণ্ডে আলফার জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ২২ নভেম্বর তিনসুকিয়ার ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের উপর যে আক্রমণ ঘটল, যার ফলে বেশ কয়েকজন নিরীহ শ্রমিক নিহত হল, তারপর আলফা "হিন্দিভাষীরা আসামের সাংস্কৃতিক পরিবেশ কলুষিত করছে" এই কথা বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করল। এটাও লক্ষণীয় যে, আসামের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ এই হামলা ও হত্যাকে এক বাক্যে নিন্দা করছেন। শান্তি সম্প্রীতি গড়ে তোলার ধ্বনিতে রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন। এই শুভপ্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হোক এটাই সকলের কাম্য।

এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের অমানবিক ঘটনাগুলো রোধ করার কি কোন উপায় ছিলনা? কিছু রাজনৈতিক শক্তির প্ররোচনায় দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী চিন্তা, গোষ্ঠী চিন্তা, সম্প্রদায়গত চিন্তা, বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা আসামের গণমানসকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাতে সামান্য প্ররোচনাতেই যে সেটা দাবানলের মত ছড়িয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে সেকথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়। অথচ লক্ষ্য করা গেল, রাজ্য সরকার বিহারের ঘটনার সাথে সাথে সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবিলার স্বার্থে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দূরে থাক, রাজ্যের কংগ্রেস(ই) সরকার কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করল। রাজ্যের রাজধানী দিশপুরে মন্ত্রী আমলাদের বাসভবনের পাশেই হিন্দিভাষী জনসাধারণের ঘর-বাড়ি জ্বালানো হল, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হল, কিন্তু পুলিশ নাকি সেটা টেরই পায়নি। আজকাল আধুনিক প্রশাসন যন্ত্র এমন অবস্থায় আছে যে সদিচ্ছা থাকলে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু তিন-চারদিন নির্বিচারে হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলল, কিন্তু প্রশাসন বলে যে কিছু আছে সেটা জনগণ টেরই পেলনা। বিজেপি, অগপ ইত্যাদি দলগুলোর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনবিদিত। তাদের ভূমিকা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি পি ঠাকুর আসাম ভ্রমণে এসে বলে গেলেন যে সমস্তটাই নাকি আই এস আই-র কাজ। এইভাবে বিষয়টাকে আর একটি সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত করার অপচেষ্টা এবং দায়িত্বহীন বক্তব্য তাদের মুখোশকে আর একবার উন্মোচিত করে দিল। কিন্তু রাজ্যের কংগ্রেস(ই) সরকার এই ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা, যারা এই ধরনের জঘন্য আক্রমণ হানল কার্যত তাদেরকেই সাহায্য করল। স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস(ই) শাসনক্ষমতায় থেকে মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াতে আওড়াতে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এভাবে মদত দিয়ে এসেছে।

দেশে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনের বাতাস বইছে। আসামেও পৌরনিগম, পৌরসভা, বিভিন্ন নগরসমিতিগুলোর নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলছে। রাজ্যের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। যে ভাষাভাষীরই হোকনা কেন, গরিব সাধারণ মানুষ মরছে, আক্রমণের বলি হচ্ছে, অথচ সেই সম্পর্কে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতায় নেমেছে কে কিভাবে এই ঘটনাকে নির্বাচনে নিজের অনুকূলে, দলীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। এই ধরনের জঘন্য রাজনীতির জন্যই আজ দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্য চূর্ণবিচূর্ণ হতে চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজ্যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কিছু সংবাদপত্রের ভূমিকা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে খ্যাত সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার একটা দায়দায়িত্ব আছে। কোন একটা ঘটনার বিবরণী লেখার মধ্যেই সত্য নিহিত থাকে না। তাই কোনও দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের কোন ঘটনা এমনভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়, যাতে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের ঐক্য সংহতি বিপন্ন হয়। এই দায়িত্বহীনতা আসামের বেশিরভাগ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছে।

আসামের বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা ঠিক আসামে বেকারের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি হয়ে চলছে। লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার চূড়ান্ত হতাশায় ভুগছে শুধু তাই নয়, বরং বহু বেকার যুবক যুবতী বেকারত্বের জ্বালা সইতে না পেরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার শিকার হচ্ছে। তবে এই চিত্র যে কেবলমাত্র আসামে তাই নয় বরং সমগ্র দেশে আজ একই চিত্র। তাই তাদের মনে চাকরি পাওয়ার আশা আকাঙ্খা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কোন পথে এই বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে সেই সম্পর্কে সঠিক বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে না উঠলে বিভ্রান্তিই থাকবে এবং একের অন্যের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাব আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কেন কোটি কোটি বেকারে সমগ্র দেশ ভরে গেছে? কেন কর্মসংস্থানের সুযোগ দিনে দিনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে একটা যথার্থ ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের অশেষ আত্মত্যাগ, আত্মাহুতি এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে আত্মসাৎ করে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিপতি শ্রেণীর নির্মম শোষণের ফলে আজ দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে চূড়ান্ত মন্দা। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি তীব্র বাজার সংকটে নিমজ্জিত। এই পরিস্থিতিতে নতুন কলকারখানা গড়ে তোলা দূরের কথা, মুষ্টিমেয় যে কয়টা শিল্পোদ্যোগ একদিন জনগণের টাকায় গড়ে উঠেছিল, সেগুলোও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে একটার পর একটা বন্ধ হয়ে চলছে। সর্বত্র চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। দেশের ভিতরে তীব্র বাজার সংকট হওয়াতে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা অর্জনের লালসা চরিতার্থ করতে বিদেশের বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ পাওয়ার আশায় শাসকরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে চলছে এবং দেশের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লুণ্ঠনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগগুলো একটার পর একটা দেশ-বিদেশের পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। তারা শ্রমভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের বিপরীতে পুঁজিভিত্তিক অর্থাৎ উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম শ্রমিক নিয়োগ করে বেশি মুনাফা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে শ্রমিক ছাঁটাই এক মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিপতিশ্রেণী প্রতিদিন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার নামে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০ শতাংশ পদ বিলোপ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলোকে বাধ্য করাচ্ছে এবং রাজ্য সরকারগুলোও এই কাজ অতি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া দূরের কথা, যারা এখনও চাকরিতে নিযুক্ত, তাদের ক্ষেত্রেও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বিরাজ করছে। তাই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কর্মসংস্থান সংকোচনকারী নীতির বিরুদ্ধে এবং নতুন কলকারখানা গড়ে তোলার দাবিতে প্রতিটি রাজ্যে এবং সমগ্র দেশব্যাপী যদি দুর্বার শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা না যায় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে এই ক্ষেত্রে বাধ্য করানো না যায় তাহলে এই জটিল বেকার সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশের শোষিত নিপীড়িত মানুষ এবং ছাত্র-যুবকদের লৌহদৃঢ় ঐক্য। এই অবশ্যকরণীয় কাজটি না করে মুষ্টিমেয় যে কয়টি চাকরির পদ এখনও আছে তার ভিত্তিতে আসু ও অন্যান্য উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী সংগঠনগুলো আসামের জন্য ১০০ শতাংশ সংরক্ষণের যে দাবি তুলেছে, তা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। এর দ্বারা আসামের বেকার যুবকদের চাকরির সমস্যার আদৌ কোন সমাধান হবে না। উপরন্তু সংরক্ষণের নামে বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যদি সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তাহলে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার ভিত্তিটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। সাথে সাথে এই কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী চায় যে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হোক যাতে সাধারণ মানুষ সমস্যার মূল কারণ ধরতে না পারে। সংরক্ষণের বিষয়ে আরো দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নামে, অঞ্চলের নামে, রাজ্যের নামে দেশে চাকরির ক্ষেত্রে যেভাবে সংরক্ষণের দাবি উত্থাপিত হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে আরো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে রাজ্যের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংরক্ষণের এই দাবি উঠতে পারে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিভাজন সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে যায়। যদি তাই হয়, তবে বিধ্বস্ত আসাম আরো বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। মানুষের ঐক্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সংরক্ষণের বিষয়টাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৯ সনের শেষ ভাগ থেকে আসামে শুরু হয়েছিল প্রথমত 'বহিরাগত বিতাড়নে'র আন্দোলন, যা পরবর্তী সময়ে কৌশলগত কারণে 'বিদেশী বিতাড়নে'র নাম পরিগ্রহ করে। কিন্তু যে নামই দেওয়া হোক না কেন, আন্দোলন-কারীদের মধ্যে যে একটা তীব্র জাতি বিদ্বেষী মানসিকতা বিরাজ করছিল, সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিকদের ওপর নির্বিচারে চালানো হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে আমাদের দল আসামের সমস্ত বামপন্থী দলগুলোর কাছে গিয়ে এই জাতিবিদ্বেষী মারাত্মক মানসিকতার বিরুদ্ধে আসামের শ্রমজীবী জনগণকে যুক্ত করে এক সুস্থ বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে এই প্রবাহ থেকে মুক্ত করার জন্য বারে বারে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু সি পি আই (এম), সি পি আই সহ কোন বামপন্থী দলই সেদিন এগিয়ে আসেনি। বরং তাদের চিন্তাধারার মধ্যে এমন সমস্ত ধ্যান ধারণা থেকে গিয়েছে, যা কার্যত এই আন্দোলনকারীদেরকেই শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে। আমরা অসমিয়াভাষী মানুষের কাছে সেদিন একথাটাই দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে বলেছিলাম যে, বাঙালি, অসমিয়া, বিহারী, ওড়িয়া প্রভৃতি সকল জনগোষ্ঠীই এক একটি উপজাতি। এই সমস্ত উপজাতিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি ভারতীয় বোধের জন্ম দেয় এবং Indian Nationhood গড়ে তোলে। বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত উপজাতি মানসিকতা আজও বিরাজ করছে তার কোন প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। তাই আজ ভারতবর্ষ একটি বহুভাষা-ভাষী রাষ্ট্র, যেখানে একটি মাত্র জাতি আছে। সেই ভারতীয় জাতি একদিকে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী এবং অপরদিকে শোষিত শ্রমজীবী জনগণ এই পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে উপজাতিবোধগুলোকে পৃথক জাতিসত্তা হিসাবে আখ্যা দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কেবল পৃথকতাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম দেওয়া হবে, দেশের শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যকে বিধ্বস্ত করে শোষিত জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করা হবে।

আটের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে কমরেড নীহার মুখার্জীর ভাষণ

(৮৬তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে ১৭ নভেম্বর '০৩ মহাজাতি সদনের জনসভায় প্রদত্ত ই)রাজি ভাষণের অনুবাদ)

কমরেড সভাপতি, ভ্রাতৃপ্রতিম বিদেশি প্রতিনিধি কমরেডস, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির দ্বারা সংঘটিত মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আপনারা জানেন, এই বিপ্লব ছিল বিশ্বের প্রথম সফল সর্বহারা বিপ্লব। এবং এই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার দ্বারা লেনিন সংশয়াতীতভাবে গোটা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করেন যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মার্ক্সবাদী তত্ত্বটি কাল্পনিক নয়, বরং এ হচ্ছে বুর্জোয়া ও সর্বহারা — ইতিহাসসৃষ্ট পরস্পরবিরোধী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের অনিবার্য ফল।

আপনারা জানেন, মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে মহান দর্শনটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যে দর্শন একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ হচ্ছে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল শাখার মতোই, মার্ক্সীয় বিজ্ঞানকেও, নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত বিকশিত করে যেতে হবে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে সময় এই বিজ্ঞানটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই সময়টা ছিল পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগের শেষ পর্যায়, যখন একচেটিয়া পুঁজির সবে জন্ম হচ্ছিল। আর লেনিন যে সময়ে কাজ করেছেন, সেই সময়ে একচেটিয়া পুঁজির পূর্ণ বিকাশ ঘটে গিয়েছে, ব্যাংকপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নীপুঁজির ও ধনকুবের গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে এবং অন্যান্য দেশের সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুঠ করার জন্য সেসব দেশে লগ্নীপুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ, তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছেছে। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকে নির্মম শোষণের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদ যেমন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, তেমনি তা একই সাথে মরণোন্মুখ। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে পুঁজিবাদ ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়েছে ও আপাদমস্তক দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছে। লেনিন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে মার্ক্সবাদকে বিকশিত, বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এ যুগে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম স্থানেই বিপ্লব ঘটতে পারে। এবং সেদিনের রাশিয়ার মতো অত্যন্ত পশ্চাৎপদ একটি দেশে সর্বহারা বিপ্লবকে সফল করে লেনিন দেখালেন, তাঁর সিদ্ধান্ত কত সঠিক ছিল।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ১৪টি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, রাশিয়ার ভিতরকার প্রতিবিপ্লবীদের সাথে হাত মিলিয়ে সমাজতন্ত্রকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার চক্রান্ত চালায়। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করে, সদ্যোজাত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি বিপ্লবের বিজয়কে সংহত করেছিল, এবং বাইরের কোনও দেশের কোনও সহায়তা ছাড়াই সমাজতন্ত্রের গঠনের কাজ শুরু করেছিল। এবং তদানীন্তন ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক কৃষিব্যবস্থাসম্পন্ন শক্তিধর শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করার এবং কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক-শিক্ষা-নীতি-নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে জড়িত করে বস্তুগত অবস্থার দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

জাতিগত সমস্যা, যা জারের রাশিয়ায় অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল, নভেম্বর বিপ্লব এমনভাবে তার সমাধান করেছিল যে, অবদমিত জাতিগুলোকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ও এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও তা তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকেই সুদৃঢ় করেছিল। এছাড়া নভেম্বর বিপ্লব ভাষা সংক্রান্ত জটিল সমস্যারও সমাধান করেছিল, এবং অত্যন্ত পশ্চাৎপদ জনজাতি জনগণের ভাষাগুলির বর্ণমালা গঠনেও সাহায্য করেছিল। এসব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে নভেম্বর বিপ্লব নারীদের সমান অধিকার দিয়েছিল, তাদের মর্যাদা রক্ষা সুনিশ্চিত করেছিল, যা একমাত্র ইউরোপীয় রেনেশাঁর ফলশ্রুতিতে বুর্জোয়ারা একদিন নারীদের বহুদূর পর্যন্ত দিয়েছিল, কিন্তু আজ আর তাও দিতে পারছে না।

সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক বিপ্লবের এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই কারণেই সোভিয়েট দেশ বিপ্লবের দুর্গ হিসাবে বিবেচিত হত। সোভিয়েট দেশ ছিল বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামগুলির প্রেরণার উৎস। এ ধরনের সকল সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েট সরকারও সহায়তা ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সবসময়েই প্রয়োজনে এই সংগ্রামগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিল।

নভেম্বর বিপ্লব আরও দেখিয়েছিল যে, সর্বহারা বিপ্লবের রূপ জাতীয় হলেও, মর্মবস্তুর দিক থেকে তা আন্তর্জাতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রায় অপ্রতিরোধ্য নাৎসি বাহিনীকে ব্যবহার করে ইঙ্গ-ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংসের চক্রান্ত করেছিল। সেই বিধ্বংসী যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির আক্রমণ থেকে সমাজতন্ত্র ও মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে ২ কোটি সোভিয়েট জনগণ প্রাণ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন লালফৌজের বীর সেনানীগণ এবং দু' হাজারেরও বেশি প্রথম সারির কমিউনিস্ট।

কিন্তু এই আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। রাশিয়ার অভ্যন্তরে নাৎসি বাহিনীকে পরাজিত করার পর বার্লিনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় লালফৌজ জার্মানির দ্বারা দখলীকৃত পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে নিজের নিজের দেশকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল, যার ফলে এই দেশগুলিতে প্রথমে জনগণতন্ত্র ও পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার, সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে নাৎসি বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়, ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে কেবল সামরিক দিক থেকেই পর্যুদস্ত করে দেয়নি, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদকেও দুর্বল ও কোণঠাসা করে দিয়েছিল এবং বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল। এই ঘটনা বিশ্বে বিপ্লবের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যখন একের পর এক উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে মুক্তিসংগ্রাম বিজয়লাভ করেছিল।

ভাষণরত কমরেড নীহার মুখার্জী। পাশে সভার সভাপতি কমরেড তাপস দত্ত।

সর্বহারাশ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে মৈত্রীর ভিত্তিতে যেসব স্বাধীনতাসংগ্রামগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল — যেমন চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি সেসব দেশে প্রথমে জনগণতন্ত্র ও কালক্রমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি, যেসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, সেইসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল খণ্ডিত ও অর্ধসমাপ্ত। লেনিন আগেই দেখিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণী, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু মুক্তিসংগ্রামগুলিকে সঠিক পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে না। ফলে, ঐসব দেশগুলি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নবজাগ্রত স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এইসব ঘটনাবলীর পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী যুদ্ধশিবিরের বিপরীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির গড়ে ওঠে। এবং এই দুই শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাতীয় বুর্জোয়া দেশগুলি 'নির্জোট আন্দোলনে' জোটবদ্ধ হয়। এসব ঘটনাবলী আবার শান্তি ও প্রগতির অনুকূলে বিশ্ব পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনগুলিও আরও বিকাশলাভ করে।

অন্যদিকে যুদ্ধের পরপরই কমরেড স্ট্যালিন ও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েট জনগণ সম্পূর্ণ যুদ্ধবিধবস্ত দেশে আবার সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে এবং বিস্ময়করভাবে প্রায় ৭ বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে একটি সুপার পাওয়ারে রূপান্তরিত করে। বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকার সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞান সহ সকল ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করতে পারার ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্জন করে। একথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, এই বিস্ময়কর অগ্রগতির পিছনে প্রকৃত কারণ রূপে যা কাজ করেছে, তা হচ্ছে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলিকে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষীকৃত করে, তাকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে পারা। এবং এখানেই রয়েছে কমরেড স্ট্যালিনের বিশাল ক্ষমতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর। এই সমস্ত সাফল্যের পিছনে স্ট্যালিনের অবদানও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

নভেম্বর বিপ্লবের আর একটি শিক্ষা হল, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একমাত্র দর্শন, যা একটি সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞান হিসাবেই শুধু নয়, সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং এটাই একমাত্র দর্শন যা প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তা, অর্থাৎ সমগ্র বস্তুজগতের পরিবর্তনের নিহিত নিয়মগুলিকে জানতে মানুষকে সাহায্য করে এবং ঐ নিয়মগুলির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে ক্রিয়া করতে এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে মানুষকে পথ দেখায়। এজন্যই মার্ক্সবাদ একটি অপরাজেয় হাতিয়ার, যা বিধ্বংসী কামান-বন্দুক ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। কেবলমাত্র মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই রুশ সর্বহারাশ্রেণী এক অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী শক্তি হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল, দুর্দমনীয় নাৎসি বাহিনীর মোকাবিলা করেছিল, তাদের পরাস্ত করেছিল এবং সাথে সাথে যুদ্ধবিধবস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নকে একটি বৃহৎ শক্তি রূপে পুনরায় গড়ে তুলেছিল।

কিন্তু স্ট্যালিনের যোগ্য নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দ্রুত সাম্যবাদের দিকে এগোচ্ছিল, স্ট্যালিনের অনুপস্থিতিতে সেই প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়ে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিন মারা যান। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ, ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে কার্যত ব্যক্তি স্ট্যালিন, যিনি তখন আর জীবিত নেই, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দেন। তারপর থেকে স্ট্যালিনকে মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়া ক্রুশ্চেভ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান। কিন্তু এইভাবে স্ট্যালিনের ভূমিকা ও অথরিটিকে খাটো করার প্রয়াসের দ্বারা বাস্তবে লেনিনকেই তাঁর মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। কারণ, লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে যথার্থ মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা। ২০তম কংগ্রেসের দলিলগুলি বিশ্লেষণ করে, আমাদের নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক এবং এযুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ তখনই বলেছিলেন, ২০তম কংগ্রেস শোধনবাদের সিংহদুয়ার খুলে দেবে। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। বিশ্বের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি, যারা সোভিয়েট পার্টিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতেই অভ্যস্ত ছিল, এবং যারা একসময় সোভিয়েট পার্টিকে অন্ধ অনুসরণ করে স্ট্যালিনকে প্রায় দেবতার জায়গায় বসিয়েছিল, আজ তারাই আবার ক্রুশ্চেভকে অন্ধ অনুসরণ করে স্ট্যালিনকে দানব রূপে চিত্রিত

চারের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ

তিনের পাতার পর

করল। আধুনিক শোধনবাদ গোটা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে মারাত্মক রূপ নিল এবং তার ফলে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সর্বত্রই, এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরেও মাথা তুলতে শুরু করল।

শোধনবাদ হচ্ছে উদারনৈতিক বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা, যা পার্টি সদস্যদের ও জনগণের চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আধুনিক শোধনবাদ সাম্যবাদী আন্দোলনে হঠাৎ মাথাচাড়া দেয়নি। বহুকাল আগে, সেই ১৯৪৮ সালেই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু গৌরবময় সাফল্য সত্ত্বেও চেতনার নিম্নমানের জন্য সাম্যবাদী আন্দোলনে দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি, যান্ত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া ও যান্ত্রিক সম্পর্ক যে কাজ করছে, তা কমরেড শিবদাস ঘোষের দৃষ্টি এড়ায়নি। তদুপরি, আন্তঃপার্টি সংগ্রামই কেবল তখন অবহেলিত হয়েছে তাই নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় অগ্রগতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ ঘটানোর কাজটিও অবহেলিত হয়েছে। এসবই শোধনবাদ গড়ে ওঠার জমি তৈরি করে দিয়েছে। ক্রুশ্চেভ থেকে শুরু হয়ে গরবাচভ পর্যন্ত সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্র উভয়েরই নেতৃত্ব ছিল শোধনবাদীদের হাতে। প্রায় তিন দশক ধরে আধুনিক শোধনবাদ চর্চার ফলে, সোভিয়েট পার্টি সদস্য ও জনগণের চেতনার মান খুবই নেমে যায় এবং 'রেনিগেড' গরবাচভ সংস্কারের নামে তার 'পেরেস্ত্রৈকা' ও 'গ্লাসনস্ত'-এর পরিকল্পনা নিয়ে আসে। এই পরিকল্পনার প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সেইসময়ই একে 'প্রতিবিপ্লবের নীল নক্সা' নামে অভিহিত করেছিল। এই পরিকল্পনাই শেষপর্যন্ত লেনিন ও স্ট্যালিনের দেশে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে দেয়।

চীনেও কমরেড মাওয়ের মৃত্যুর পর দেং শিয়াও পিং ক্ষমতায় আসে। তার নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার পথ নেয়। সকল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির শোধনবাদী বিচ্যুতিই ভিতর থেকে আক্রমণ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন ঘটাতে সাহায্য করে। সাম্রাজ্যবাদীরা বহুকাল ধরেই এই স্বপ্ন দেখেছিল শুধু নয়, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করেছিল, দীর্ঘকাল ধরে গভীর থেকে ক্রমাগত গভীরতর সংকটে ডুবতে থাকা অবস্থা থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে। এই সংকট কেবল অর্থনীতিতে নয় — সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকল দিক ব্যাপ্ত করেই এই সংকট। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা যখনই যেকোন পদক্ষেপ নিয়েছে, তার দ্বারা তারা আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে। পুঁজিবাদের বর্তমান মরণোন্মুখ স্তরে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিদিন এবেলা-ওবেলার সংকটে ভুগছে। পরিত্রাণের কোনও উপায় তাদের নেই। এজন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তি, সামরিক দিক থেকে পরাস্ত হলেও, যুদ্ধ ও পরবর্তী পরিস্থিতিতে যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ ক্রমবর্ধমান অনিরসনীয় সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন কী উন্নত, কী পশ্চাৎপদ, সকল পুঁজিবাদী দেশেই আসন্ন সর্বহারা বিপ্লবের ভীতি থেকে ফ্যাসিবাদকে আশ্রয় করছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবকে প্রতিহত করার এক আগাম প্রচেষ্টা — যার সংস্কৃতিগত ভিত্তি হল, অধ্যাত্মবাদের সাথে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত কৌশলের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ এলে, দেশে মানুষ বলতে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, ফ্যাসিবাদ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই বাধা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ফ্যাসিবাদ মিলিটারি একনায়কতন্ত্রের আকারে আসতে পারে, অথবা এমনকি দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থার আড়ালেও আসতে পারে। ফ্যাসিবাদ দু-মুখো নীতি নিয়ে চলে — একদিকে সে জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে, অপরদিকে জনগণকে সে দমন করে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার একসময় বলেছিলেন যে, কংগ্রেস এবং সিনেটকে পিছন থেকে যা পরিচালনা করে, তা হল এক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারি কমপ্লেক্স। এর পর থেকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারি-ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছে — প্রকৃতপক্ষে যা সবকিছুকে পিছন থেকে পরিচালনা করছে।

আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশেই জনগণের কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে আজ পদদলিত করা হচ্ছে। মাদকাসক্তি, যৌনতা এবং হিংসার ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়ে সমস্ত মহান চিন্তা এবং মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতে কোর্টের আদেশে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সাধারণ ধর্মঘট বা বন্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে জামানতের টাকা যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, এর ফলে এক ধাক্কায় সাধারণ মানুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যাবে। জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি তথা বিপ্লবী দলকে সংসদের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং সংসদের মধ্যে গণআন্দোলনের কণ্ঠকে তুলে ধরতে এবং ভেতর থেকে কায়েমী স্বার্থের মুখোশকে খুলে দিতে দেওয়া হবে না। এর থেকে পরিষ্কার যে, বিচারব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের আপেক্ষিক স্বাধীনতাটুকুও আজ আর নেই। আজ এগুলি পুরোপুরি সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলি আর একটি যে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে, তা হল, অর্থনীতির সামরিকীকরণ, যা অস্ত্র-প্রতিযোগিতাকে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। অর্থনীতির এই সামরিকীকরণ যদিও সংকট- জর্জরিত অর্থনীতিকে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কিছুটা চাঙ্গা করে — কিন্তু তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। মজুত অস্ত্র খালাস করার জন্য তাদের যুদ্ধে যেতেই হয় — যা পুঁজিবাদকে আরও সংকটের মধ্যে টেনে আনে।

সাম্প্রতিক কালে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবলুপ্তির পর সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করেছিল যে, এই একমেরু বিশ্বে বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে তারা সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তারা ভেবেছিল, বিশ্বায়ন সর্বরোগহর ঔষধের কাজ করবে এবং সমস্ত সংকটের সমাধান করে তাদের সব দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটাবে। কিন্তু তারা হতাশ হয়ে দেখছে যে, বিশ্বায়ন তাদের সংকট বা দ্বন্দ্ব, কোনটিরই সমাধান করতে তো পারেইনি, উপরন্তু সেগুলিকে চূড়ান্ত অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানের মুমূর্ষু পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই বিপ্লবের অবজেক্টিভ কণ্ডিশন, বা অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি যথেষ্ট প্রস্তুত।

কিন্তু তা হলেও, বিপ্লবের সাবজেকটিভ কণ্ডিশন, বা অনুকূল ভাবগত বা আদর্শগত পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী দলের উপযুক্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা যতক্ষণ না গড়ে উঠছে, ততক্ষণ বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। সংশোধনবাদ এখনও সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে। সমস্ত রকমের সংশোধনবাদকে — আদর্শগত, রাজনীতিগত এবং সাংগঠনিক দিক থেকে পরাস্ত না করে আমরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদকে খতম করতে পারি না।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবকে প্রতিহত করার এক আগাম প্রচেষ্টা — যার সংস্কৃতিগত ভিত্তি হল, অধ্যাত্মবাদের সাথে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত কৌশলের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ এলে দেশে মানুষ বলতে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, ফ্যাসিবাদ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই বাধা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে।

কিন্তু এমন এক অন্ধকার অবস্থার মধ্যেও আলো দেখা যাচ্ছে। কিছু সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে প্রকৃত সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। দুনিয়া জুড়ে, এমনকি আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনেও শোষণ, অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নামছে। আমেরিকান অর্থনীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। তা সম্পূর্ণ যুদ্ধ-অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। সামরিক শক্তির সাহায্যে আমেরিকা আজ গোটা পৃথিবীর ওপর নিজের শাসন কায়েম করতে চাইছে এবং যেকোনও ছুতোনাতায়, নিজের ইচ্ছামতো সে যেকোনও দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। ইরাক এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। সমস্ত রকম আন্তর্জাতিক নিয়ম ও রীতিনীতিকে নির্লজ্জের মতো লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রসংঘ বা গোটা দুনিয়াজোড়া জনগণের প্রতিবাদকে তোয়াক্কা না করে, পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে তারা ইরাকের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। ইরাকি জনগণ বর্তমানে এক মরণপণ মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত, যাকে সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ সমর্থন করছে। তেমনই আমেরিকার মদতপুষ্ট ইজরায়েলি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামকেও দুনিয়ার মানুষ অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।

জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে রূপ দিতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে এমন এক জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা সারা দুনিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের, তথা দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে উঠবে। এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্টদের 'কোর' হিসাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতি আজ এমন যে, বিপ্লবের সাফল্যের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলিকে পূরণ করতে পারলে যেকোনও দেশেই আজ বিপ্লব সফল করে তোলা সম্ভব।

এই পূর্বশর্তগুলি কি ? নভেম্বর বিপ্লব আমাদের দেখিয়েছে যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। এই বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে কেবলমাত্র বিপ্লবের রণনীতি বোঝায় না। এ হচ্ছে এমন এক তত্ত্ব, যা জ্ঞানজগতের ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদকে ভিত্তি করে আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সাংগঠনিক — সমস্ত দিক থেকে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে এক যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব ও বিকাশ। তৃতীয়ত, এই সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের নিজস্ব সংগ্রাম কমিটি গঠন করার দ্বারা গণআন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতর করার পরিণতিতে জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি, তথা সোভিয়েটগুলোর জন্ম দেওয়া। বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করবে এই সমস্ত পূর্বশর্তগুলিকে পূরণ করার উপর।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে দেশেই বিপ্লবের লড়াই শুরু হোক না কেন, সেখানকার বিপ্লবীদের শুধুমাত্র সেদেশের পুঁজিবাদী শাসকদেরই নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদেরও মোকাবিলা করতে হবে। এমনকি দেশে দেশে জঙ্গি গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন-গুলোকেও ধ্বংস করার জন্য আজ সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বজোড়া আক্রমণ চালাচ্ছে, তা সকলেই জানেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে একত্রিত করার জন্য প্রথমে চাই সমস্ত সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিয়ত আদর্শগত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুদৃঢ় আদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্য গড়ে তোলা — যার চরিত্র হবে বিশ্বব্যাপী। তবেই বিপ্লবকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকেও প্রতিরোধ করা যাবে। তাই আজ কমিউনিস্টদের কাজ হবে, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে একটা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জন্ম দেওয়া। সর্বশেষ, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের কমিউনিস্টদের কাজ হবে, নিজ নিজ দেশের সমস্ত স্তরের মেহনতি মানুষদের নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে বিশ্বের যেখানেই বিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে উঠুক না কেন, তার সমর্থনে তারা এগিয়ে আসতে পারে এবং বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে।

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ !
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ !
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ !
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে

শ্রমিক আন্দোলনে সৃষ্টি হল নতুন ইতিহাস

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাম্প্রতিক এক জঙ্গি আন্দোলন, যাকে শ্রমিক অভ্যুত্থান বললে ভুল হবে না, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করল। বাংলাদেশ সরকার চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন তাদের কঠিন শিকল ভেঙে শ্রমিকরা জেগে উঠল কী করে। এই আন্দোলন শুধু গার্মেন্টস মালিকদের নয়, বাংলাদেশের মালিকশ্রেণীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা) শিল্পনগরীতে গার্মেন্টস ও নিটওয়ার মিলিয়ে কারখানা আছে পাঁচশ'রও বেশি। প্যানটেক্স, জি আর টি নেট, ফকির অ্যাপারেল্স সহ পাঁচটি কারখানার শ্রমিকরা গত দেড়মাস ধরে আন্দোলন করে আসছিল তাদের ১৮ দফা দাবিতে। এই দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ, ওভারটাইমে দ্বিগুণ মজুরি, বকেয়া বেতনভাতা সহ ঈদের বোনাস প্রভৃতি।

মালিকরা দাবি না মেনে পুরনো কায়দায় আন্দোলন ভাঙতে ভয় দেখানো, মস্তান লেলিয়ে দেওয়া সহ নানা কৌশল প্রয়োগ করেও শ্রমিকদের অনমনীয় নির্ভীক মনোবলকে ভাঙতে পারেনি। ৩ নভেম্বর ছিল প্যানটেক্স কোম্পানির শিপমেন্টের (জাহাজে মালতোলার) দিন। শ্রমিকরা রাতদিন ধরে টানা চারদিন কারখানার গেট আটকে রেখে শিপমেন্ট আটকে দেয়। মালিকরা আশ্বাস দেয় শিপমেন্টের পর দাবি মানা হবে। মালিকের এই প্রতিশ্রুতি যে ভাঁওতা তা শ্রমিকরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে তাদের অবরোধ চালিয়ে যায়। মালিকরা ৩ নভেম্বর রাতেই পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে শ্রমিকদের অবরোধ চূর্ণ করে শিপমেন্ট করার পরিকল্পনা নেয়। নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসনের তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে রাতে কারখানার গেটে এসে হাজির হয়ে শ্রমিকদের অবরোধ তুলে নিতে চাপ সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা তাদের নেতার নির্দেশ ছাড়া অবরোধ তুলতে কোনভাবে রাজি না হওয়ায় প্রশাসন শ্রমিকদের নেতা অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইলকে ফোনে বলে মালিকরা দাবি মেনে নিয়েছে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাঁকে আসতে হবে। শ্রমিকদের গভীর আস্থাভাজন নেতা ইসমাইল অবরোধস্থলে উপস্থিত হলে প্রশাসন শ্রমিকদের অবস্থান গেট থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। নানাভাবে অনুরোধ, উপরোধ, ভয়ভীতি প্রদর্শন করেও শ্রমিকনেতা অ্যাডভোকেট ইসমাইলকে রাজি করাতে না পেরে প্রশাসন তাঁকে কথা বলার নাম করে অবস্থান-অবরোধ স্থল থেকে দূরে সরিয়ে এনে গ্রেপ্তার করে ফতুল্লা থানায় নিয়ে যায়। তখন ভোর ৫টা বাজে। এরই মধ্যে আরও বিশাল পুলিশবাহিনী এনে কারখানাটি ঘিরে ফেলে। এরপরই পুলিশ বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। নারী শ্রমিক সহ শ্রমিকদের উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার। চালানো হয় টিয়ারগ্যাস, রবার বুলেট। ঝাঁপিয়ে পড়ে মালিকদের পোষা মস্তানবাহিনী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে লাঠি, বন্দুকের বাট দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে আহত করে। কামাল নামে এক শ্রমিক নিহত হয়। আরও কত শ্রমিক নিহত হয়েছে তার হিসাব বা দেহ পাওয়া যায়নি। কারণ অনেক লাশ পুলিশ গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করেছে। গুলিতে সুমি নামে এক মহিলা শ্রমিকের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে যায়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো লিখেছে অন্তত তিনশ' শ্রমিক গুলিবিদ্ধ ও পুলিশি নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়েছে। 'দৈনিক সংবাদ' লিখেছে — 'স্রোতের মতো আহত মানুষ আসছিল নারায়ণগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে। অল্প আহতদের তালিকাভুক্ত না করে চিকিৎসা করা হয়। শুধুমাত্র মাথাফাটা, হাত-পা ভাঙা, বুলেটবিদ্ধদের তালিকাভুক্ত করা হয়।' মহিলা শ্রমিকদের তাদের পরনের শাড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখে অত্যাচার চালানো হয়। এক শ্রমিককে প্যানটেক্সের দোতলা থেকে নীচে ফেলে দেওয়া

হয়। ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সী ২০-২৫ জন মহিলা শ্রমিককে পরস্পরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তায় বসিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এসব ছবি ছাপা হয়েছে। শ্রমিকদের উপর এই বর্বরোচিত অত্যাচার ও গুলিচালনার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানা ও এলাকা থেকে শ্রমিকরা ঘটনাস্থল বিসিক এলাকায় উত্তেজিত অবস্থায় এসে জড়ো হয়। তারা জানতে পারে তাদের নেতা ইসমাইলকে গ্রেপ্তার করে থানায় আটকে রেখেছে। উত্তেজিত ২০-২৫ হাজার শ্রমিক গিয়ে থানা ঘেরাও করে ইসমাইলকে থানা থেকে বের করে নিয়ে আসে। থানার পুলিশবাহিনীর উপর গুলি চালানোর নির্দেশ থাকলেও ভীতসন্ত্রস্ত থানার পুলিশরা বিপুল জনতার চাপে ইসমাইলকে লক-আপ থেকে বের করে দেয়। নেতাকে নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক যখন মিছিল করে ফিরছিল পেছন থেকে মিছিলের উপর আবারও গুলি চালায় পুলিশ। শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনী' (বিডিআর)। ৪ নভেম্বর-এর দৈনিক সংবাদ লিখেছে — 'কত গুলি চলেছে তার হিসেব নেই। তবে ১৬৭ রাউণ্ড রবার বুলেট, ৫৯ রাউণ্ড রাইফেলের গুলি ও ৫৭ রাউণ্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিল্লুর স্বীকার করেছে। এদিকে ফতুল্লা থানার ওসি হাসান আলী জানায় "রাতে দিনে হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি ও গ্যাস ব্যবহার করেছি। এক পর্যায়ে গুলি শেষ হয়ে এসেছে।"

নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকাতে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রণ্টের (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রণ্ট) মোটামুটি ভাল যোগাযোগ আছে। মালিকগোষ্ঠীর অব্যাহত অত্যাচার নির্যাতনের ফলে বিভিন্ন কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা এবং ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় শ্রমিক ফ্রণ্টের নেতৃত্বে এখানে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক ফ্রণ্টের সদস্য সুজন ও বাচ্চু নামে দুই শ্রমিক শহীদ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় মালিকদের প্রবল সন্ত্রাসে শ্রমিক সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে; বিশেষ করে গার্মেন্টস-এ ট্রেড ইউনিয়ন করার কোন উপায় ছিল না। তাহলেও গার্মেন্টস সহ অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে শ্রমিক ফ্রণ্টের যোগাযোগ ছিল। বিসিক শিল্প এলাকা, ফতুল্লা প্রভৃতি এলাকায় কমরেড ইসমাইল এবং শ্রমিক ফ্রণ্টের নেতৃত্বে অতীতে বেশ কিছু আন্দোলন হয়েছে। ইসমাইলের আপসহীন, লড়াকু, সাহসী অবস্থান সম্পর্কে শ্রমিকরা অবগত ছিল এবং ইসমাইলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই আন্দোলনের আগে ফকির গার্মেন্টস-এর শ্রমিকরা একই দাবিতে আন্দোলন করে কমরেড ইসমাইলের নেতৃত্বে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় এবং ঈদের বোনাস সহ দাবিগুলি মালিকদের মানতে বাধ্য করে এবং এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই খবর অন্যান্য কারখানায় ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার উৎসাহ পায়। বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা তলে তলে সংগঠিত হতে শুরু করে। প্যানটেক্স সহ ৪টি মিলের শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে, যদিও এই আন্দোলন কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে কমরেড ইসমাইলের সঙ্গে অনেক শ্রমিকের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ছিল। সৎ নিষ্ঠাবান সাহসী ও উন্নত চরিত্রের মানুষ ইসমাইলের প্রতি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। অপরদিকে ফকির গার্মেন্টস কারখানায় ইসমাইলের নেতৃত্বে দাবি আদায়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ইসমাইলকে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা তাদের নেতা মান্য করে তাঁরই নির্দেশে চলতে চেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই সব এলাকায় ১৫/২০ বছর প্রায় ৩০০০ গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী এইসব কারখানায় দাস-এর মত অমানবিক পরিবেশে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে কাজ করে। শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী শ্রমিক। ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর অপরিসর গলির মধ্যে ছোট ছোট ঘরে ঠাসাঠাসি করে কাজ করতে হয়। খাবার, বিশ্রাম করার উপযুক্ত স্থান নেই, অধিকাংশ কারখানায় চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই। শ্রম আইন মেনে চলার কোন বালাই নেই। ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ন্যূনতম মজুরি বলে কিছু নেই। মহিলা শ্রমিকদের জবরদস্তি করে রাত্রে কাজ করানো হয়। মেয়েরা নানাভাবে অত্যাচারের শিকার হয়। দেশের ৭৬ ভাগ বিদেশি মুদ্রা অর্জিত হয় এই গার্মেন্টস কারখানা থেকে। অথচ শ্রমিকদের অবস্থা দুঃসহ, করুণ। যে জামা বিদেশে ১৮০০ টাকায় বিক্রি হয়, তা তৈরি করতে ১৫ টাকা মজুরি পায় না শ্রমিকরা। চরম শোষণপীড়নে জর্জরিত শ্রমিকদের ক্ষোভবিক্ষোভ যে কত প্রবল ছিল — অসংগঠিত শ্রমিকদের এই আন্দোলন তা প্রমাণ করে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের ওপর মালিকদের ও প্রশাসনের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসদ নেতৃবৃন্দ শুরু থেকে এই আন্দোলনকে সঠিক ধারায় পরিচালনায় সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড আবদুল্লাহ সরকার ৪ নভেম্বর দুপুর থেকে নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করে বাসদ কার্যালয়ে বামফ্রণ্ট ও ১১ দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ৫ তারিখ কেন্দ্রীয় ১১ দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সমাবেশ, ৬ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে ৬টা-২টা হরতাল সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১১ দলের আন্দোলনের চাপে মালিকরা ১৮ দফা দাবি মানতে বাধ্য হয়। ৬ নভেম্বর দীর্ঘ আলোচনার পর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তিতে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়, ৮ ঘণ্টার পরে কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি, ২টি ঈদের বোনাস, ইসমাইল সহ অন্যান্য নেতাদের উপর থেকে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, নিহত কামালের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন সহ ১৮ দফা দাবি আদায় হয়।

আদর্শ, সংগঠন এবং নেতৃত্বে অনেক সহযোদ্ধার আত্মদান, গুলি, নির্যাতন, পুলিশ-প্রশাসন-মাস্তান-কায়েমী স্বার্থবাদীদের এককাট্টা অবস্থানের পরও দাবি আদায় সম্ভব। নারায়ণগঞ্জের অভিজ্ঞতা আমাদের সে কথাই বলে গেল। (ভ্যানগার্ড বুলেটিন থেকে)

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে ভাষণ

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা যথাসময়ে যথাস্থানে কাজে লাগাতে পারলে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন বহু বিভ্রান্তি এড়াতে পারত

খালকুজ্জামান

মহান রুশ বিপ্লবের স্মরণে আয়োজিত জনসভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, এস ইউ সি আইয়ের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, কমরেড ও বন্ধুগণ,

আজ এই মহান দিবসে রুশ বিপ্লবের গৌরবময় ইতিহাসের শিক্ষা এবং বর্তমানে সর্বহারা বিপ্লবীদের কর্তব্য কি, তা বুঝে নেওয়ার জন্য আগত সংগ্রামী সাথীদের প্রতি রইল বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন।

আজ থেকে দেড়শত বছর আগে কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধা এঙ্গেলস সমাজবিকাশের অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের নিয়ম আবিষ্কার করেন শুধু নয়, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ রূপটিকে বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদ পরবর্তী সমাজবিকাশের অনিবার্য পরিণতির রূপরেখাটি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নিরিখে নির্দেশ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নের কর্তব্যকর্ম হাজির করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের যতদূর অগ্রগতি ঘটেছিল তাকে আরও বিকশিত ও সমন্বিত করেই তিনি সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির দর্শনের জন্ম দেন। নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন মার্কসবাদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক উৎস সম্পর্কে একটি আলোচনায় দেখান, ফরাসী সমাজতন্ত্র অর্থাৎ কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, যাতে ব্যক্তিসম্পত্তিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারণা তুলে ধরা হয়েছিল; বৃটিশ রাজনৈতিক-অর্থনীতি, যাতে শ্রমকেই পণ্যের মূল্য সৃষ্টির মূল উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছিল; এবং ধ্রুপদী জার্মান দর্শন যাতে নিজস্ব ভাববাদী ঢঙে শ্রেণীসংগ্রামের পথে ইতিহাসের বিকাশের ধারাকে দেখানো হয়েছিল — এগুলির অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি দূর করে, এগুলিকে আরও উন্নত, সমন্বিত করার পথে এর ভাববাদী ছিবড়ে ফেলে দিয়ে নতুন বিপ্লবী দর্শন মার্কসবাদের উদ্ভব ঘটে যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কারগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়মগুলিকে দর্শনের আধারে সমন্বিত করেছিল। কার্ল মার্কস এই নতুন দর্শন অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজ ও মানব জীবনের সামনে দেখা দেওয়া সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্য দিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন।

অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে, যেমন ফ্রান্সের লিওনে পুঁজিবাদবিরোধী স্বতস্ফূর্ত শ্রমিক বিদ্রোহ, ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত চার্টিষ্ট শ্রমিক আন্দোলন এবং দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অব্যাহত বিস্তার একটি বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মদিশার যে সামাজিক চাহিদা তৈরি করেছিল, মার্কসের নিরলস সাধনায় মার্কস এঙ্গেলসের যৌথ প্রচেষ্টায় সে চাহিদা পূরণ হয়ে গড়ে ওঠে মার্কসবাদ। যুগের অগ্রসর এই মতবাদ স্বাভাবিকভাবেই ছিল অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত হাতিয়ার। অনেক কঠিন কঠোর আদর্শগত সংগ্রাম ও সাংগঠনিক আন্দোলনের চড়াই উৎরাই-এর পথে এই আদর্শ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সাইবেরিয়া তথা বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের হাতিয়াররূপে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এইভাবে ১৯৪৮ সালের কমিউনিস্ট ইস্তেহার ঘোষণার ৬৯ বছর পর বলশেভিক পার্টি ও কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে ইতিহাসের এই অমোঘ পরিণতিকে জীবন্ত এবং অনস্বীকার্য করে তোলে।

রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের দিকে তাকালে চোখে পড়ে মোটা দাগে ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯১৭ সাল ছিল বিপ্লবের প্রস্তুতিকাল। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৬ ছিল সমাজতান্ত্রিক নতুন এই সভ্যতা নির্মাণের কাল। ১৯৫৬-৬২ থেকে ১৯৮৯ সাল ছিল সাম্যবাদের লক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে পুঁজিবাদের চোরাপথে অর্থাৎ শোধনবাদের পথে চলার কাল। ১৯৯০ সালে প্রতিবিপ্লব সম্পন্ন করে তারপর থেকে চলছে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে চলার কাল।

কমরেডস্,সমাজতন্ত্র একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। সেজন্য হয় তাকে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে সাম্যবাদের দিকে এগুতে হবে, নইলে পুঁজিবাদে অধঃপতিত হতে হবে। এই বিষয়কে মনে রেখেই হয়তো কমরেড লেনিন বলেছিলেন, আমরা যাত্রা শুরু করেছি, কারা কবে শেষ করবে তা জানিনা, তবে বরফ গলেছে, পথ দেখা গেছে। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী চলার এক পর্যায়ে আদর্শগত ঘাটতি, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেনি, তবে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে নতুন করে বরফ জমাট বাঁধতে পারেনি এবং পথের আলোও নিভে যায়নি। একথা ৮৬তম বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে জোরের সাথেই বলা যায়। রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ ও জীবনের বিকাশের সকল দুয়ার যেমন খুলে গিয়েছিল তেমনি অতীত সভ্যতার কালিমা — অশিক্ষা, জাতিগত-ধর্মগত সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, ইত্যাদির বিলোপ ঘটেছিল বা বিলোপের পথে এগোচ্ছিল। মনুষ্যত্ব এবং মানবতাহানিকর ক্ষতচিহ্নগুলিও সমাজদেহ থেকে মুছে গিয়েছিল। যার জন্য রমাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন সহ বহু মনীষী কমিউনিস্ট না হয়েও এই সভ্যতার জয়গান করে গেছেন। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে আবার সেই গ্লানিকর অধ্যায় আরোও কদর্য চেহারায় নতুন উপসর্গ নিয়ে হাজির হয়েছে। গত তের বছরের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক দখলের মধ্য দিয়ে 'যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন যুদ্ধ থাকবে' — লেনিনের এই উক্তি আরো কঠিন সত্যরূপে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ সিয়াটল থেকে জেনোয়ায় যেমন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন বিরোধী শ্রমিকশ্রেণীর অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে উঠছে, তেমনি বিশ্বসীমানার সকল প্রান্ত ছুঁয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনের জোয়ার বইছে, এরকম একটা সময়ে তাই রুশ বিপ্লব বার্ষিকী অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত।

কমরেডস্, কেউ যদি একটা লাঠি নিয়ে আমাকে দিবালোকে আক্রমণ করতে আসে তাকে যেমন আমি বড় করে দেখতে পাব, তেমনি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায়ও কিছু একটা করতে পারব। কিন্তু যদি ভাইরাস জীবাণু আমাকে আক্রমণ করে তাহলে খালি চোখে — না আমি দেখতে পাব, না কিছু করতে পারব। এইটাকেই লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া আক্রমণ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। লেনিনের এই শিক্ষাকে ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিতর পুঁজিবাদের উপাদান কত দিক থেকে তত্ত্বে, কর্মে, ব্যবহারে, ব্যক্তিজীবনে, পার্টিজীবনে, রাষ্ট্রশাসন-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে বেড়ে উঠে কিভাবে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে ফেলার বিপদ তৈরি করে, পঞ্চাশের দশকেই এই বিষয়ের ওপর উজ্জ্বল আলো ফেলেছিলেন এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক প্রয়াত কমরেড

সাতের পাতায় দেখুন

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে ভাষণ

যুদ্ধে জেতার চেয়েও বেশি কঠিন শান্তি রক্ষা করা

আলেকজান্ডার মুম্বারিস

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া আয়োজিত এই জনসভায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি এবং তার পিছনে রয়েছে যে সাংগঠনিক শক্তি — তাতে আমি অভিভূত। বিশেষত কিশোর-তরুণ, যারা আগামী দিনের ক্যাডার — তাদের দেখে আমার অন্তর ভরে গিয়েছে।

কমরেড সভাপতি, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড ও বন্ধুগণ, ইতিহাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ আমরা ৮৬তম অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী পালন করছি। ১৯০৫-এর বিপ্লব না হলে, মহান অক্টোবর বিপ্লব এত বিশাল সাফল্য অর্জন করতে পারত না। এ বিপ্লব চলেছিল প্রায় এক বছর। কাজেই এটা একটা মামুলি ব্যাপার নয়।

১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লব অল্প কিছু লোক মিলে সফল করেনি। '১৭ সালের আগস্টে বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার। এঁরাই কমরেড লেনিন, স্ট্যালিন ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে বিপ্লব সফল করেছিলেন।

কিন্তু বিপ্লব সেখানেই থেমে যায়নি, তার যাত্রাপথ সীমাহীন। আমরা শিখেছি কীভাবে বিপ্লব সফল করতে হয়। কীভাবে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়। প্রায়শই দেখা যায় যুদ্ধে জেতার চেয়েও বেশি কঠিন শান্তি রক্ষা করা এবং আমাদের সামনে সবসময়ই থাকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা।

আজ আমরা যেমন এখানে সমবেত হয়েছি, তেমনই দুনিয়ার সর্বত্র মানুষ সমবেত হয়ে এই দিনটি স্মরণ করছে। আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি লেনিন নির্দেশিত পথ ধরে।

বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে আমাদের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা, তাঁদের মধ্যে যেসব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কারাগারে বন্দী বা যাঁরা বিপ্লবের দায়িত্ব নিয়ে শহীদ হয়েছেন, আজ বিশেষভাবে তাঁদের আমি সেলাম জানাচ্ছি। সেই সাথে কমিউনিস্ট পার্টি অব স্পেন (রিকনস্ট্রাকটেড)-এর যেসব কমরেডরা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ফ্রান্সের কারাগারে তিন বছরেরও বেশি বন্দী, তাঁদের অপরিসীম যন্ত্রণার কথাটা আমি বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই। এই আইন, বর্ণবৈষম্যবাদী আমলে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরাচারী আইনের চেয়ে কম স্বৈরাচারী নয়। ষড়যন্ত্রের কথা ভাবছে, এমন সন্দেহের ভিত্তিতেই এই আইনে যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যায়।

তুরস্কে ডি এইচ কে পি সি'র কমরেড ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনের সদস্যদের আমৃত্যু অনশন আন্দোলন চলছে গত চার বছর ধরে। জেলের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় শ্বেতসন্ত্রাস এবং 'এফ' টাইপ কারাকক্ষ, যেখানে পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের আটক করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনেও কারারক্ষীদের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়েছে — তার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যে শতাধিক কমরেড অনশনে প্রাণ দিয়েছেন, একজন শহীদ হলে অপরে তাঁর শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসছেন।

ইরাক ও অন্যান্য দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কী করে চলেছে — তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দিনে দিনে সংগ্রাম কঠিন থেকে আরও কঠিন হচ্ছে।

এই কলকাতা শহরে মানুষের কী দুর্দশা তা আমি দেখেছি। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই চাই। একমাত্র পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেই সেই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

মহান অক্টোবর বিপ্লব জিন্দাবাদ।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে ভাষণ

আজ লেনিন থাকলে বলতেন— 'যাও, যুদ্ধ রোখার জন্য যুদ্ধে নামো'

হিদার কোটিন জারভেসি

বলশেভিক বিপ্লবের ৮৬তম বার্ষিকীতে আমাদের, বলশেভিক বিপ্লবের শিক্ষা এবং আজকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তার তাৎপর্য কী, তা বুঝে নিতে হবে। সেজন্য শুরুতেই কমরেড লেনিনের শিক্ষাগুলির তাৎপর্য কী — তা বুঝতে হবে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এবং যুদ্ধ চলাকালে বাসেল, স্টুটগার্ড এবং জিমারওয়াল্ড সম্মেলনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্যদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে লেনিন বলেছিলেন — "যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" করতে হবে। যদি সর্বহারাশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সমরবাদবিরোধী ভূমিকায় অবিচল থাকতে পারে, তবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সর্বহারাশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সংগ্রামে এক হয়ে লড়তে পারে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের আপসের বিরুদ্ধে লেনিনের তীব্র সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে হিদার বলেন — "১৮৮৭ সালেই ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝেতে পেরেছিলেন। পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তার সমরমুখী ঝোঁক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন — "তিন বা চার বছরের স্বল্প সময়সীমায় ৮০ লক্ষ বা এক কোটি সৈন্য একে অপরকে ব্যাপকহারে খুন করবে, দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে মহাদেশগুলি ছেয়ে যাবে.... পরিণামে ঘটবে সর্বাত্মক দেউলিয়া অবস্থা এবং সামগ্রিক ধ্বংস, ... পুঁজিবাদের নাভিশ্বাস উঠবে, সৃষ্টি হবে শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের অনুকূল পরিস্থিতি।"

হিদার দেখান, ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির প্রতিষ্ঠাতা স্যাম মার্সি লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী যুদ্ধের মুখে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের ভূমিকাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ও যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা তুলে ধরে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ, একবিংশ শতকের মার্কিন সমরনীতি, অর্থাৎ ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালাবার নীতির বিশ্বব্যাপী বিরোধিতার পটভূমিতে বলশেভিক বিপ্লবের শিক্ষাগুলি আজ পরিষ্কার।

যারা ইরাকে রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলছে তারা সুবিধাবাদী, কারণ রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব আসলে ঔপনিবেশিকতারই একটা ভিন্ন রূপ। তাই এই দাবিও বৈষম্যমূলক। ইরাকে 'সভ্যশাসন ফিরিয়ে আনা'র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কোন ভূমিকাই নেই। এমন রাষ্ট্রসংঘকে মান্যতা দেওয়ার দ্বারা সুবিধাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের সহানুভূতিকেই ব্যক্ত করেছে। রাষ্ট্রসংঘ একটা মানবিক প্রতিষ্ঠান — এই ধারণা, ইতিহাসের বিচারে একটা কল্পকথা মাত্র।...

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের কোন ক্ষমতাই নেই। আর নিরাপত্তা পরিষদ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা, সাম্রাজ্যবাদীদের হয়েই কাজ করে। এহেন একটি সংস্থা — যার জারি করা নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকের আর্থিক পরিকাঠামো ধ্বংস হয়েছে এবং পনের লক্ষ ইরাকি প্রাণ হারিয়েছে — তাকে অবিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ ইরাকিদের আছে।

ইরাকের সভ্যতা ৫০০০ বছরের পুরনো। ইরাক দখল করে বসে রয়েছে যে মার্কিন সেনাবাহিনী, তাদের চেয়ে ইরাকি জনগণ শিক্ষায় অগ্রসর, কারণ মার্কিন আক্রমণের আগে ইরাকে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। মার্কিন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'ANSWER' সংগ্রামী মঞ্চ ইরাকের স্বাধীনতার দাবি তুলেছে। আজ ইরাকের যে শক্তিশালী ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের ওপর মরণ আঘাত হানছে এবং ওয়াশিংটনের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিচ্ছে, সেই প্রতিরোধকে ANSWER সমর্থন করে। ANSWER-এর বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ফিলিপাইন, কলম্বিয়া, আফগানিস্তান, কোরিয়া, প্যালেস্তাইন এবং ইরাকের প্রতিনিধিরা মার্কিন দখলদারির অবসান দাবি করেছে।

তিনি বলেন, অতীতে সাম্রাজ্যবাদ পরদেশ লুণ্ঠন করে এনে নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে পারত। আজ তারা তা পারছে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকরাও আজ তাদের প্রাপ্য খোয়াচ্ছে।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি সস্তা শ্রমের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ বা পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া থেকে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমেরিকায় কলকারখানার চাকরি, উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির চাকরি দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কোটির বেশি বেকার, ২০০০ সালের মার্চের পর থেকে আজ অবধি ২৮ লক্ষ মানুষের চাকরির সুযোগ হারিয়ে গিয়েছে, ৩০ লক্ষ মানুষের পেনসন বন্ধ হয়েছে, এক কোটি দশ লক্ষ পরিবার বুঝেছে খিদের জ্বালা কাকে বলে। এজন্যই হাজার হাজার যুবক সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে। মরতে বা মারতে নয়, নিছক অভাব ঘোচাতেই তারা সৈন্য দলে ঢুকেছে। .... মার্কিন সরকার লক্ষ লক্ষ ডলার কর ছাড় দিচ্ছে ধনীদের, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। কিন্তু পুঁজিবাদ আজ ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে। ক্রমাগত ঋণের টাকায় পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে 'জোটে আসতে আগ্রহী' মিত্র দেশের যুবকদের মারতে ও মরতে পাঠানো হচ্ছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, আরও নানা দেশে।

এখানেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুবাণ। যে যুবককে তারা যুদ্ধে পাঠাচ্ছে তারা যুদ্ধকে ঘৃণা করছে, বিদ্রোহ করছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। মার্কিন দেশে আমরা এসব দেখছি। সরকার সেনাবাহিনীকে ভয় পাচ্ছে; সৈন্যদের পুনর্নিয়োগ করতে, সৈনিক পরিবারের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে। মৃত সৈনিকদের কফিন সংবাদপত্রের চোখের আড়ালে লুকোতে চাইছে।...

মার্কিন দেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। মার্কিন আক্রমণের শিকার ঔপনিবেশিক জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে আমরা সমর্থন গড়ে তুলছি। রুশ বিপ্লব থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি। আজ লেনিন থাকলে বলতেন — 'সময় এসেছে। যাও, যুদ্ধ রোখার জন্য যুদ্ধে নামো'।

অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি-ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরাম

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বার্তা

রাশিয়া

অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি, বলশেভিকস্

অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি-ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক, শ্রদ্ধাভাজন কমরেড ও বন্ধুগণ,

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার পথ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য আহূত অল ইণ্ডিয়া কনভেনশনকে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি, বলশেভিক্‌সের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের মূল নীতিকে পদদলিত করে, আন্তর্জাতিক আইনকানুনকে বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ও ইরাক দখল করে তার ওপর আধিপত্য কায়েম রাখার আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস দখলদারির বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীন স্বদেশী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্যালেস্টিনীয় জনগণের সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও সংহতি জানাচ্ছি।

আজকে দুনিয়ায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে বিশ্বব্যাপী একটি গণমঞ্চ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি এবং সেক্ষেত্রে অল ইণ্ডিয়া কনভেনশন মূল্যবান অবদান রাখবে — এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকাতার এই অল ইণ্ডিয়া কনভেনশনের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং আমরা এর সাফল্য কামনা করি।

অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম জিন্দাবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার তল্পিবাহকরা নিপাত যাক।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য গণসংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জিন্দাবাদ।

নীনা আন্দ্রিয়েভা
সেক্রেটারি জেনারেল
অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট নভেম্বর পার্টি
বলশেভিকস

১৯৫৮১৬ লেনিনগ্রাদ
পিত্রোদাভোরিয়েৎস-৬
৫, ২০০৩

কিউবা

প্রিয় কমরেড,

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইরাকের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান মার্কিন অবরোধ ও শত্রুতার কারণে হাভানা থেকে কোন প্রতিনিধিদল অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম আয়োজিত কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে পারল না।

একই সময়ে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় দূতাবাস থেকেও আমরা কেউ উপস্থিত হতে পারলাম না।

তৎসত্ত্বেও আপনাদের কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। কিউবা -বিপ্লব এবং মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে কিউবার সংগ্রামে ফোরামের সংহতি জ্ঞাপক সমস্ত ভূমিকার জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

কিউবার উপর দীর্ঘ ৪০ বছরের সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পাঁচজন কিউবান নাগরিককে আমেরিকার জেল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনের প্রতি অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম এবং তার সভাপতি প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ভি আর কৃষ্ণ আইয়ারের সংহতিমূলক ভূমিকার কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

আমরা নিশ্চিত যে, বিশ্বব্যাপী যেসব শক্তি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও সংহতির পক্ষে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদের কাছে এই কনভেনশন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আমরা আপনাদের কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি, সাথে সাথে আপনাদের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্কের কথাও স্মরণ করি।

অ্যাবেলার্দো কুয়েতো সোসা
কাউন্সেলর অ্যাণ্ড ডেপুটি হেড অফ মিশন
কিউবা দূতাবাস, নয়া দিল্লী

জর্ডন

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আপনারা যে কনভেনশন করছেন, জর্ডনিয়ান

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড খালেকুজ্জামানের ভাষণ

সাতের পাতার পর

শিবদাস ঘোষ। তাঁর এই শিক্ষা সঠিক সময়ে যথাস্থানে কাজে লাগাতে পারলে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন বহু বিপত্তি এড়াতে পারতো বলে আমাদের ধারণা। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মতো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভাঙার এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা নির্মাণের উপযোগী একটি সামাজিক বিপ্লবী শক্তি তথা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী একটি দলকে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে আরও সংহত ও কার্যকারিতা সম্পন্ন করে তোলার যুগোপযোগী দিক নিশানাও হাজির করেছেন কমরেড ঘোষ। বিপ্লবের অবজেকটিভ পরিস্থিতি যত পরিপক্ক হতে থাকবে ততই সাবজেকটিভ প্রস্তুতির অর্থে এই শিক্ষাটাও গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের মুখ্যভূমিকা ও নেতৃত্বে গড়ে ওটা দল এস ইউ সি আই-এর ৮৬তম রুশ বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

ভারতবর্ষে এস ইউ সি আই মার্কস-এঙ্গেলস লেনিন-স্ট্যালিন মাও সে-তুংয়ের শিক্ষাকে অম্লান রেখে এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশের বিপ্লবে অনুপ্রেরণা জোগাবে এই আশা রেখে বক্তব্য শেষ করছি।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে বিভিন্ন দেশের বার্তা

সাতের পাতার পর

ওয়ার্কার্স কমিউনিস্ট পার্টি ও জর্ডনের জনগণের পক্ষ থেকে আমি তাকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই কনভেনশন, বর্বর পুঁজিবাদ ও তার আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরা, বিশ্বায়ন বিরোধীরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাতে বাড়তি শক্তি দেবে।

বিশ্বায়ন বিরোধী সংগ্রামে ও নিজ নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ভাল ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্ব পুঁজিবাদ, অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ইউরোপীয় দোসরদের শোষণের স্তম্ভকে ধ্বংস করতে হলে আমাদের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিতে হবে। আমাদের অঞ্চলে ইহুদিবাদী ইজরায়েলি শাসক চক্র প্যালেস্টাইন, লেবানন ও সিরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আপনাদের সমর্থন আমাদের দরকার।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বুলি আউড়ে আমেরিকা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, বিশেষত ইরাকে আগ্রাসন চালবার পর পরিস্থিতি ঘোরতর রূপ নিচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নিন্দা করে আমাদের প্রতি যে সমর্থন ও সংহতি আপনারা প্রকাশ করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের সাথে আমরা সংহতি বোধ করি। আমাদের কোন একজনের উপর আক্রমণকে আমাদের সকলের উপর আক্রমণ বলে মনে করি।

জর্ডনিয়ান ওয়ার্কার্স কমিউনিস্ট পার্টি
কেন্দ্রীয় কমিটি
আম্মান, জর্ডন

পাকিস্তান

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারলাম না।....

বাংলার মহান বিপ্লবী চিন্তানায়কদের দ্বারা পরিচালিত বৌদ্ধিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলন আমার অনুপ্রেরণা। যখন থেকে কলকাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক (আন্দোলনের) সাফল্যের ইতিহাস পড়া শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই প্রাণোচ্ছল কলকাতা আমাকে টেনেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই দেশ আমার উপলব্ধির স্তরকে সমৃদ্ধ করে এমন একটি জগতের সন্ধান দিয়েছে যেখানে অন্যায় এবং অসাম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব।...

পাকিস্তানের সাংবাদিকদের আর্থিক দাবিদাওয়া নিয়ে চলমান সংগ্রামে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্যই আমি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

....আপনাদের সাথে আমি একমত, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বর্বর ঐ বিশ্বদস্যুদের পরাস্ত করাই ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সবচেয়ে বড় কাজ। কারণ ওরা গোটা পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করার পরিকল্পনা করছে; ওরা দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোকে দাসে পরিণত করে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের (সাম্রাজ্যবাদীদের) দখলে আনার ষড়যন্ত্র করছে। একই সঙ্গে আমাদের নিজেদের সমাজে যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো আছে তাদের বিরুদ্ধেও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই শক্তিগুলোই সমস্ত রকম শোষক, মৌলবাদী ও শোষণমূলক ব্যবস্থার সহজাত মিত্র। এদের পরাস্ত না করে আমরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে জয়ী হতে পারব না।...

...(সাম্রাজ্যবাদী) এই পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন সংগঠিত করে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। পাকিস্তানের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি ও সাংবাদিককুলের পক্ষ থেকে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। কুর্নিশ জানাই।

আহফাজ উর রহমান
প্রেসিডেন্ট,
পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন
৬.১১.০৩ অফ জার্নালিস্টস

মেডিক্যালে ক্যাপিটেশন ফি-ভিত্তিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং-এর প্রতিবাদে ১৬ নভেম্বর মেডিক্যাল কলেজের সামনে মেডিক্যাল স্টুডেন্টস্ অ্যাকশান ফোরামের বিক্ষোভ

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে জনসভা

একের পাতার পর

মহাজাতি সদনে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে আয়োজিত সভা ছিল এমনই আবেগময় ও দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান। ফ্রান্স থেকে আগত আলেকজাণ্ডার মুস্তারিস, সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য নাফে বুজান ও প্যালেস্টাইনের আহমেদ জামুল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী — সকলেই অভিভূত। সমগ্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও সংকল্পের দৃঢ়তা প্রতিফলিত হয়েছে, সেটাই বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিদের মনে ছাপ ফেলেছে এবং সেকথা তাঁরা বলেওছেন।

মহান নেতা কমরেড লেনিনের ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র, ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি হিসাবে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড তাপস দত্তের নাম প্রস্তাব করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

প্রারম্ভিক বক্তব্যে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রতি বছর ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর আমরা মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন করি। শেষ দিনটিতে সভার আয়োজন করা হয়। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় আমরা লেনিন-স্ট্যালিনের মহান সংগ্রাম ও শিক্ষাগুলি স্মরণ করি এবং ঐ শিক্ষাগুলিকে ভারতের মাটিতে বিশেষীকৃত রূপে প্রয়োগ করে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের যে পথনির্দেশ রেখে গেছেন, যাকে আমরা বলি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, তা আবার স্মরণ করি। এটাই আমাদের শক্তি দেয়, নতুন নতুন পরিস্থিতিতে চলার পথ দেখায়। এই চিন্তায় বলীয়ান হয়েই আমরা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম গড়ে তুলছি। সি পি আই, সি পি এম প্রমুখ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলির আপসকামী আন্দোলনবিরোধী চরিত্র উন্মোচিত করে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের মধ্যে বিপ্লবের প্রয়োজন, আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করবার চেষ্টা চালাচ্ছি। এই সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। আজ এই সভায় আমরা তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ পাব।

এরপর কমরেড নীহার মুখার্জী ও বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে কমরেড তাপস দত্ত দু-একটি কথায় নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও তার শিক্ষাগুলি জানার ও বোঝার আবশ্যিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

(বক্তাদের ভাষণ আলাদা করে দেওয়া হল)

আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের পরিকল্পিত তান্ডব

দুয়ের পাতার পর

কিন্তু তার বিপরীতে সি পি আই (এম) ও সি পি আই যারা ভারতবর্ষকে বহুজাতিক (Multi-national) রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয়, তারা আসামের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিকে শক্তিশালী হতেই কার্যত সাহায্য করেছে। কেবল তাই নয়, আসাম আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে তারা আসাম আন্দোলনকারীদের দ্বারা গঠিত আসাম গণ পরিষদ দলের সাথে পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচনে মিত্রতা গড়ে তোলে এবং সরকার গঠনে যুক্ত হয়। এইভাবেই তারা আসামের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের সাথে কোন আদর্শগত বিরোধে না গিয়ে তাদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল হতেই সাহায্য করেছে। বিগত নির্বাচনে সি পি আই (এম), সি পি আইকে প্রত্যাখ্যান করে অগপ বিজেপি'র সাথে নির্বাচনে জোট গড়ে তোলে। এই পরিস্থিতিতেই নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের দল, সি পি আই (এম), সি পি আই সহ আট পার্টির একটা ঐক্য গড়ে ওঠে। আমাদের দল আসামে তাদের কাছে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু মূলত সি পি আই (এম) ও সি পি আই-র আন্দোলন বিমুখ মানসিকতার জন্যই আজও কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। বামপন্থী আন্দোলনের এই দুর্বল স্থিতির জন্যই আজ আসামের জনমানসে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাত-পাত, ভাষা-বর্ণ, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে — এই সঠিক চিন্তার বিপরীতে যেকোনো সমস্যাকেই গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ভাষা, ধর্মগত ভাবে বিচার বিবেচনা করা ও দেখার এক প্রবল মানসিকতা বিরাজ করছে। আর এ নিয়ে চলছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। আসামের বর্তমানের সংঘাতময় পরিবেশও এই মানসিকতারই প্রতিফলন। আসামে আবার যে অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে ঐক্যবদ্ধ বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন আবার নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। আশা করছি, এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনের পথে সবাই এগিয়ে আসবেন।

স্থানাভাববশত "কর্পোরেট নীতির বিশ্বায়ন" লেখাটির অবশিষ্টাংশ এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net